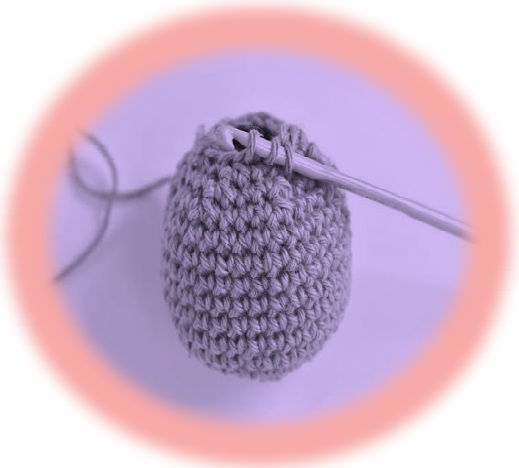

সুতানুটি

গার্গী ভট্টাচার্য

Copyrighted Material

এই লেখাগুলি একটি ধাঁধার মত। রিডেল। সলভ্ হলেই যেন অন্য পাজেল এসে পড়ে। মন দিয়ে দেখো।

মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়, বিহ্বল চঞ্চল পায়ে, খর্জুর বীথির ডালে, সাহারা মরুর পাড়ে, বাজায় ঘুঙুর ঝুমুর ঝুমুর, মধুর ঝঙ্কারে!

এটা বাইরে দেখতে লাগে কিন্তু ভেতরে একদম অন্য। স্বরা ভাস্কর এমনই একজন তারকা। ওর মা জে-এন-ইউতে ফিল্মি বিদ্যার অধ্যাপক মনে হয় যতদুর জানতাম সে যাইহোক তাকে ধরে তার স্বামী হকি স্টীক দিয়ে উত্তম মধ্যম দিতো রেগুলার; চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য। আবার সে সেগুলি শুরু করতো পরে। নগ্ন করে বর চাবকাতো। সবার সামনে। মা দুগ্গাকে এরাই নগর বধূ বলতো। মহিষাসুর দলিত এইসব ছাইপাশ।

কিন্তু দলিত সেইযুগে ছিলো স্বরা ভাস্করের লম্পট মাতাজী । তাদের দলিতে বলা হতো । চারিত্রহীনা নারী । দলিত মানে মরাল, এথিকস্ হীন মানুষ । কর্মে কেউ দলিত হতো না । আর মহিষাসুর ছিলো দলিত কারণ সেও স্বরা ভাস্করের মায়ের মতই এক লম্পট , অসুর ছিলো ।

উপাধি দিয়ে কেউ তখন দলিত বা চামার হতো না । আর টাইটেল দিয়ে কেউ ব্রাহ্মণও হতোনা ।

এই মহিষাসুর হল জায়নবাদীদের মত এক শক্তি । আর স্বরা ও তার মাও এদের আশীর্বাদ ধন্য মানুষ । এরা গবেষণাও করেনা বিষয়টি নিয়ে । এদের দুজনকেই ব্রুটালি মারা হবে এবং মারবে ঐ জায়নবাদীদের ব্রুটাল গ্রুপের কেউ । এরা কালি শক্তি জাগায় ।

এমনিতে নাস্তিক কিন্তু কালি শক্তির উপাসক এই দুই শয়তানি আমাকে ক্রমাগত আক্রমণ করছে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে ।

সাংবাদিক সাক্ষী যোশী ভালো ও সৎ একজন পেশাদার ও পেশার প্রতি একনিষ্ঠ জার্নালিস্ট । তাঁর মঙ্গল হোক্ ও অনেক নামডাক হোক্ । স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করবেন। ডিভাইন রক্ষাকবচ তাঁকে দেওয়া হল।

পরমহংস যোগানন্দকে সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং বাবাজী মহারাজ। কোনো মহাপুরুষ কাউকে সৃষ্টি করলেই তাঁর গুরু হননা সবসময় । অনেক সময়ই অন্য কেউ গুরু হতে পারেন। আবার অনেক সময় সেই স্রষ্টাও গুরু হয়ে থাকেন।

পশ্চিমা দেশে মনিটারি করাপশান নেই হয়ত সেরকম বেশি কিন্তু সেক্স করাপশান আছে ভর্তি। ইনসেস্ট রয়েছে । হিলারি ক্লিনটনকে তার বাপ্ রেপ করতো রেগুলার আর সে উপভোগ করতো, এই হল পশ্চিমা বিশ্ব ।

পরবর্ত্তীতে বিল ক্লিনটন ও তার মেয়ে একসাথে হিলারিকে নিয়ে এক শয্যায় সেক্স করতো । এগুলি পশ্চিমি জগতে খুব কমন। রমণ ওদের দুনিয়াতে খুব

নর্মাল জিনিস । তাই বললাম যে ওদের জগতে সেক্স করাপশান আছে । বিল ক্লিনটন, হিলারিকে টপ জবে যেতে দেয়নি ইচ্ছে করে সাতানের সাহায্য নিয়ে কারণ ওনার মনে হয়েছে যে হিলারি আমেরিকাকে নাশ করে দেবে । সে অনুপুযুক্ত । আনাড়ি ও উন্মাদিনী ।

এটা বিলের বক্তব্য । ওয়েস্ট এর এই সেক্স প্রেম থেকেই যত অধর্ম ও তার থেকেই হয় পার্ভার্শান । তাই এখন ডিজিটাল সেক্স , বৃদ্ধাশ্রম থেকে তুলে সেক্স, পশু সেক্স , ডেড বডি সেক্স , মৎস্য সেক্স , মৃত ব্যাক্তির দেহের সাথে সেক্স ,দন্তহীন মানুষের সাথে সেক্স এইসব আজব জিনিসের সাথে সেক্স করে লোকে মানসিক শান্তি খুঁজে নেবার চেষ্টা করে থাকে কারণ তারা পথভ্রষ্ট ।

গোর্খাল্যান্ড একটি স্থান হবে যা সিকিমের মত হবে কিন্তু অনেক অনেক উন্নত । ওরা অমনই চায় কারণ ওরা বলে যে ওরা বঙ্গবাসীদের সাথে নিজেদের আইডেনটিফাই করেনা কোনোমতেই ।

কেউ তথ্য বিকৃত করলে ভবিষ্যতে তাকেই সেই তথ্য বিকৃতির কর্ম এসে ধরে ও জীবন অতিষ্ঠ করে দেয়।

পতিত দেবদেবীরা অন্যদের থেকে তাড়াতাড়ি উন্নত হয়ে যেতে পারে আবার নিজ নিজ পোস্টে বা আবার ফরিস্তা হতে পারে কারণ তাদের ভেতরে সেই অ্যাঞ্জেলিক আভা রয়েই যায় অনেকটাই । তাই নরকীদের থেকে তারা তাড়াতাড়ি উঠে যেতে পারে ওপরে আবার।

বিরাট কোহলীকে ফাঁসায় জায়নবাদীরা। মধ্যবিত্ত ঘরের লোক ওরা তাই ফেঁসে যায় । আগে অবশ্যই ওরাও আজকালকার মত তন্ত্র মন্ত্র করতো। শচিনের রেকর্ড ভাঙে ঐভাবেই লোকে বলে । সে যাইহোক্ ঐ জায়নবাদীরা আমার বিরুদ্ধে ওদেরকে দিয়ে নরসংহারের ম্যাজিক করায়। ভগবান আমাদের বাঁচিয়ে দেন। ওরা চায় ওদেরও বাঁচান এই রেজিমের হাত থেকে। বিরাটের নাকি একশিরা অবধি হয়ে গিয়েছে এইসব শয়তানি শক্তি জাগিয়ে। ওর পরিবারকে পাপের জন্য সাজা দেবেন স্বয়ং ভগবান বীরভদ্র জী। মহাদেবের এক রূপ।

ভারতে রাজনৈতিক সংস্থা হবে যেখানে পড়ানো হবে রাজনীতি। বড় বড় লিডারেরা পড়াবেন ও নেতা তৈরি করবেন যারা দেশ চালাবে আই এ এস দের মতন। ভর্ত্তি পরীক্ষা দিয়ে ঢুকে কোর্স করে মন্ত্রী সান্ত্রী হওয়া যাবে। যে কেউ আসতে পারবে না আর। আসতে হলে ওখানে গিয়ে পড়ে আসতে হবে। কংগ্রেস এটা শুরু করবে। রিগোরার্স কোর্স পাশ করে পলিটিশিয়ান হওয়া যাবে। কোনো মুর্খ আর নেতা হতে পারবে না। কিংবা ইনফ্লুয়েন্সার। ৫০/৬০ জন প্রাক্তন রাজা/মহারাজা ও নতাগণ আবার জন্ম নেবেন ভারতে ও দেশকে টপ ১০টি দেশের মধ্যে নিয়ে যাবেন। ভারত, ইরান, ইরাক ও সিরিয়া গডস্ ওন কান্ট্রি হয়ে যাবে ও সুপ্রিম বিং এর পবিত্র শক্তির দ্বারা এনগাল্ফড্ হয়ে যাবে যাতে করে কেউ এই দেশগুলি ক্ষতি করতে না পারে।

তন্ত্র খুব তাড়াতাড়ি সব ম্যানিফেস্ট করতে সক্ষম তাই এই বিদ্যা মানব সমাজকে দিয়ে যান মহাপুরুষেরা যাতে

মোক্ষ হয় জলদি । কিন্তু আজকাল লোকে সেলফিশ মোটিভে কাজ করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে ।

এতে উত্তরণ হয় তাড়াতাড়ি আবার পতনও হয় খুব তাড়াতাড়ি তাই এই সাধনা খুব শক্ত ।

মানুষের কাজ হল কোনো জিনিসের মধ্যে জ্ঞানটা ভরা । সেটা না করতে পারলে এ-আই সব করবে আর মানুষকে লাগবেনা । তাই যেকোনো বিষয়ে ইন্সাইট দিতে শুরু করুন নাহলে রোবট সব দখল করে নেবে ।

লক্ষ্মণ স্বামী জায়নবাদী ছিলো যে মারা গিয়েছে কিছুদিন আগে সারদাম্মার সাথেই । ওকে রাত্রে , পুণম এর এদিক ওদিক এক বেলায় মহাশ্মশানে মারে কিছু মহা মহা শূর অত্যন্ত ব্রুটালি । ভীমের দু:শাসন দমনের মতন ।

মহর্ষির আশ্রম বোমা মেরে উড়ানোর ছক কষে ।

বর্তমান পালানি মুরুগান এর স্রষ্টা ও গুরু ছিলেন গুহ নম:শিবায় । একবার সেই শিষ্য অতি উত্তম গুরুভক্তি

দেখায় । গুরুজীর বমণ অবধি খেয়ে নেয় । গুরুজী তাকে বলেন বমিটা ফেলে আসতে গুহার বাইরে কিন্তু পালানি মুরুগান, তখন ছিলেন গুরু নম:শিবায় নাম্নী এক শিষ্য আর সেই বমণ নিজেই খেয়ে ফেলেন এত ভালোবাসতেন উনি গুরুকে । রমণ মহর্ষি নিজ হাতে গুহ নম:শিবায় এর লেখা কবিতা ও দৈব লিটেরেচার সংকলণ, সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছেন- আশ্রমে আছে এখনও । এগুলি গুহ নমঃ শিবায়ের গুহাতে ছিলো সংরক্ষিত ।

জীবনমুক্তারা রেডিও এর মতন হয় । তাঁদের ভেতর থেকে বহু কথা ও শব্দ বার হয় কিন্তু খুললে দেখা যায় যে ভেতরে কেউ নেই অর্থাৎ তাঁদের কোনো মাইন্ড নেই । নো মাইন্ড স্টেটে থাকেন তাঁরা । তাঁরা প্রেজেন্ট মোমেন্টে বাস করেন ।

আমার ৭ জন্মের ভেতরে আমি ৫ জন্ম রাজার মেয়ে ছিলাম তাই আমাকে এবারও রাজবংশ আকর্ষণ করে

নিয়ে যাচ্ছে । এমনই হয় জন্ম জন্মান্তরের এনার্জি ও কর্মের বন্ধন ।

ঐশ্বর্য রাই বলে যে তাকে ও তার পরিবারকে ফাঁসায় ঐ জায়নবাদীরা । এরা হল নচ্ছাড় এক রেজিম । সেলেবস্ ও ধনীদের ফাঁসায় ও ভারত ও অন্যান্য দেশগুলিকে ধ্বংস করার মতলব আঁটে । এরাই বচ্চন পরিবারের পেছনে তাকে লাগিয়ে দেয় । জিনিসগুলি সাদাকালো তো নয় কিন্তু ওর বক্তব্য হল ওরা তত মন্দও ছিলো না যখন এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসে । কুচক্রের স্বীকার ওরা যার থেকে বার হবার রাস্তা নেই । ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক ।

এক বিউটি কুইন আমাকে বলেন যে এগুলি মেয়েদের ফাঁসাবার চক্রান্ত । আপনি লিখে দিন ও ইনোসেন্ট মেয়েদের বাঁচান । আমরা ফেঁসে গিয়েছিলাম । সৌন্দর্য্য দেখাবার অনেক আরো পথ রয়েছে ।

মোক্ষ পেতে গেলে একজন আত্মাকে চাকরের মত হতে হয় যে সবাই মাড়িয়ে চলে যাবে । এরকম অহং হলেই

তবেই মোক্ষ পাওয়া সম্ভব নয়ত দম্ভ আপনাকে গিলে খেয়ে ফেলবে। ইগো কমাতে এসে ইগো বেড়ে যাবে।

বারাক ও মিশেল ওবামা আমার পুত্রের (পালিত) কেউ হয়না। ওরা মিথ্যাচার করে। যে আমার পালিত পুত্র ওদের কাজিনের পুত্র। আদতে তা নয়। আমি সম্প্রতি জানলাম। ওরা সাতানের এজেন্ট। মিশেল ইসলাম হেটার। ওর মতে এই ধর্ম মেয়েদের অ্যাবিউজ করে। অন্য ধর্মের লোকেদের কাফের বলে অত্যাচার করে। মসজিদে টেররিস্ট বানায় আর কোনো ধর্মগুরু ওদের এসে এগুলি নিয়ে কাজ করে জিনিসগুলি স্ট্রিম লাইন করেন না। এটা মিশেলের মনের কথা। বারাক আগে সাতানিক গীর্জায় যেতো। মিশেল পরে যায়। বিয়ের পরে। বারাক ওখানে গিয়ে নারীসঙ্গ লিপ্সু হয়ে ওঠে ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে। জিগোলোরাও মিশেলকে ত্যাগ করে, চিম্পু বলে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু তার মা ও বাবা ভুডু প্রিস্ট হওয়াতে মা এসে হিলিং দিয়ে মিশেল ও বারাককে

বিবাহের বন্ধনে চির আবদ্ধ করে দেয়, মন্ত্র দ্বারা– যাতে বিচ্ছেদ না হয় কখনও।

ভুডু আদতে হিলিং এর এক পথ। লোকের ক্ষতি করার রাস্তা নয়। ওখান থেকেই বাংলাতে জুজুবুড়ি কথাটা আসে।

আমার বিরুদ্ধে দিনের পর দিন কালা জাদু করায় ও আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করায় এরা সবাই কঠোর শাস্তি পাবে ফরিস্তাদের হাতে।

বারাক ওবামা নিজে আদতে এক মুসলিম পরিবারের সাথে যুক্ত মানুষ।

শয়তানও আদতে গড। সাতানও এক গডই। সে ভুলে গিয়েছে সেটা। বিস্মৃত হয়েছে। মনে পড়ে গেলেই সে আবার গডত্ব ফিরে পাবে। সুপ্রিম বিং এর বাইরে কিছুই নেই এই জগতে। সবই কনশাসনেস্ এর অংশ। সেল্ফ। পিওর লাইট। ভালোটাও এর ভেতরে

আবার মন্দটাও ।এই জগতের সাথে সংযোগ তৈরি করতে গেলে একটি মন চাই । সেই মন থেকেই তৈরি হয় দেহ আর দেহ থেকে বিকৃত দেহ যা লোকে শয়তানের নামে চিহ্নিত করে থাকে । কাজেই রিভার্স গিয়ারে গেলেই সব আবার পিওর লাইটে মিশে যাবে । কারণ এই মহাবিশ্বের সেন্টার হলেন সুপ্রিম বিং বা শুদ্ধ চেতনা যা থেকেই সেই মন বা কসমস বার হয়ে আসে । অধর্ম লোককে শয়তান বানায় । কাজেই ধর্ম রিস্টোর করলেই আবার গড হওয়া চলে । এখানে ধর্ম মানে এথিকস্, মরাল , ইন্টিগ্রিটি এইসব । চূড়ান্ত নাস্তিকও যদি এগুলি ফলো করে ও নিজের অহং কে মহাজগতের বিশালত্বের কাছে সমর্পণ করতে পারে তাহলে তারও মোক্ষ সম্ভব কোনো মন্ততন্ত্র বা জপতপ ব্যাতীত । আর আদি শংকরাচার্য বা মহর্ষি রমণ বা নিসর্গদত্ত মহারাজ সেটাই শিখিয়ে গিয়েছেন । হু অ্যাম আই , আই অ্যাম দ্যাট এইসব বার করতে বলে । সেল্ফ এ সবসময় অ্যাবাইড থাকতে বলে । পাওয়ার অফ নাও তে থাকতে বলে । কারণ সবার গুরু তার অন্তরেই আছে সেল্ফ হয়ে ।

আমেরিকার সি-আই-এ এর কারেন্ট চিফ্ হল জায়নবাদীদের লোক । তার সাহায্য নিয়ে অ্যামাজন আমেরিকার মিলিটারির গোপন তথ্য ফাঁস করে চীন , ইজরায়েল এইসব দেশকে । একে ও পেন্টাগনের চিফকে এবারে হত্যা করবেন রুদ্রগণ । অত্যন্ত নৃশংস উপায়ে ।

সি-আই-এ চিফের মরণ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক পার্টির ধ্বংসের কারণ হবে। ও মারা যাবার পরেই এই পার্টি ধবংস হয়ে যাবে । ভোটের আগেই হবে এসব ।

মহাভারতে, কর্ণের রথের চাকা বসে যাবার মতন

আমেরিকার সব অস্ত্র শস্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে । একটাও আর চলবে না । চালালেও আর কাজ করবে না । সব বিকল হয়ে যাবে । নিউকগুলো সব বাতিল করে দিতে হবে ওদের । সমস্ত সৈনিকদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে পাগলামি শুরু করবে । সি-আই-এ রিলিজিয়াসলি সব দেশকে নাশ করেছিলো যারা তাদের প্রতিপক্ষ । এবার সেই কর্ম ফিরে যাবে ওদের দিকে ।

জাপান সারেন্ডার করা সত্ত্বেও ওদের অ্যাটম বোম মারা এবার ব্যাকফায়ার করবে।

আমেরিকার ডেমোক্রাট পার্টির সব বড় বড় নেতা যেমন বাইডেন, হিলারি, বারাক , কমলা এরা বলে যে গাজায় বম্বিং চালু রাখতে কারণ সাতান সেটাই চায়। বেনজামিন নেতাননাহু বন্ধ করতে চাইলেও তারা রাজি হয়না।

এক একজন গ্রুপের সাতান এক একটা। কেউ রাক্ষস, কেউ পিশাচ কেউবা আসুরিক কোনো শক্তি। বিভিন্ন গ্রহ থেকে উৎপত্তি হয় এদের। কেউ নরকের শক্তি। তারা জঘন্য। এদের বিশ্বাসভাজন হতে গেলে ২০/৩০ বছর এদের দেওয়া টাস্ক করে দেখাতে হয় তারপর বিশ্বাস পাওয়া যায় ও এজেন্ট হওয়া সম্ভব আর সাতান বা শয়তান তোমার হয়ে কাজ করবে। যত দূরের গ্রহ তত জঘন্য শক্তির আধার। মানে সুপ্রিম বিং হলেন মধ্যখানে আর তাঁর থেকে যতটা দূরে ততটা ঋণাত্মক শক্তি এরা আর ধ্বংসাত্মক। আপনমনে ঘূর্ণয়মান এই গ্রহগুলিই হল সাতানের ডেরা।

ব্ল্যাক রক সরে গেলে জগৎ শ্বেত কপোতের আলোয় মুখরিত হবে । জেনুইন ব্যবসাদারেরা আবার জগৎকে নতুন আভায় ভরিয়ে দেবে ; ইকোনমিক হিটম্যান দিয়ে দিয়ে নানা দেশে রিসেশান করানো ও মানুষের ক্ষতি করা ও নিজেরা লাভবান হওয়া এই গোষ্ঠী সমূলে উৎপাটিত হবে শীঘ্রই ।

ভেরি ভেরি ইম-ম্যাচিওরড সোল্‌স ।

কবি জয় গোস্বামী মানুষ খায় । মুসলিম কবরে গিয়ে আর এইভাবে মড়ার শক্তি জাগায় । আদি নিবাস বহরমপুর । আগে অন্য তুকতাকও করতো । সব হাসিল করে এইভাবে । পরে বাজার আনন্দ এর তুকতাকে জড়িয়ে পরে । আজকাল মনে হয় সবাই এসব করে থাকে চটজলদি সুবিধে লাভের জন্য ।

শেখ হাসিনা আবার বাংলাদেশে ফিরতে চান আর হয়েও যাবে । উনি বাংলাদেশের সবুজাভাতেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান ।

সম্ভবামী যুগে যুগে এর অর্থ হল কল্কি অবতার নয় বামণ বা মৎস্য এসব ছাড়া। এর অর্থ হল যেকোনো ফর্ম এ যেকোনো অবতার । সেটা গণেশাবতার হতে পারেন আবার ভগবান যীশুও এক মেসাইয়া হতে পারেন।

ঈশ্বরের যেকোনো মেসাইয়াই সম্ভবামি যুগে যুগের আওতায় আসেন আর সেটা তখনই হবে যখন ধর্ম ফিকে হয়ে যাবে ও অধর্ম তে ভরে যাবে আসমান ও পাতাল।

সন্তরা অভিশাপ দিলে যদি ক্ষমাভিক্ষা না করা হয় তাহলে জন্ম জন্মান্তর ধরে সেই কার্স চলতেই থাকে ।তাই বেস্ট হল ক্ষমা প্রার্থনা করে নেওয়া ও মুক্তি লাভ করা।

ভগবানেরা অসংখ্য দৈব আত্মা প্রজেক্ট করতে পারেন নানান বিগ্রহতে সেইসব পুণ্যাত্মার প্রবেশের জন্য অথবা নানান লোকের রক্ষাকবচ দেবার জন্য।

বুদ্ধদেব বসুর বৌ প্রতিভা বসু তুকতাক করতো।

বুদ্ধদেব বসু নিয়মিত নগরবধূর কাছে জেতো হাতে যুঁই ফুলের মালা জড়িয়ে । লেচার ও মদ্যপ এর পরিবার এবং এদের পুত্রগুলি লিভার ফেটে পটল তুলেছে । সিরোসিস্ অফ লিভার । অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার । বিদেশে লোকে এত মদ গেলে কিন্তু এই রোগ হলেও মরে কম । এদের নাতনি মনে হয় লেখিকা তিলোত্তমা মজুমদার এক কালো, পৃথুলা অউরৎ যে আমাকে বেগার বলে ডাকছে কারণ আমি মমতাকে নাকি ফাঁসাচ্ছি । এগুলি এখানে এন আর আই ফান্ডিং এ ঘুড়তে আসে বঙ্গ সম্মেলন এসব এর ছুঁতোতে । পরে এন আর আই রা হাসাহাসি করে যে হাড্ডী ছুঁড়ে দিলেই চলে আসে । তারপর আমাদের ঘাড়ে চেপে সারাটা দেশ ঘোরা চাই । রীতিমতন মারামারি হয় কে আসবে তাই নিয়ে । ঝগড়া বেঁধে যায় সঞ্চালকদের সাথে যে অমুককে ডাকলেন কেন ? উনি তো অনেক ঘুরেছেন বিদেশে ? আমি যাবো । এইসব । সেই বাঙালী লেখিকা যে এসকর্ট সার্ভিস চালায় ও এক লেসবি ও মেয়েদের কুবুদ্ধি দেয় যে গাঁজা ও ভাং খা ও নেশা করা শুরু কর সে আমাকে ভিখারি

বলছে। একে আড়ালে লোকে আনন্দবাজারের ল্যাপডগ বলে। জাম্পি বাসুদেব হলে বলতো যে এর যা চেহারা যে এর সাথে চাকরেও শোবেনা । যশোধরাকে অনেকেই নেবে , বাণী বসু বুড়ো হলেও চলে যাবে কিন্তু এ?

নো চ্যান্স !!!

জোকস্ অ্যাপার্ট আগে বামপন্থী ছিলো কট্টর কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মারা যাবার পরে এখন মমতার দলে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য। অপরচুনিস্ট।

লো আই-কিউ অথার । আমি ওর লেখা পড়ার চেষ্টা করেছি । আর আমি ওকে ভিক্ষা দিতে চাই । ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পেলে দিতে পারি । আমেরিকান ডলারে দিয়ে দেবো । কারণ আমি রাজার মেয়ে ছিলাম তো তাই আমি ভিক্ষা করিনা , ভিক্ষা দিতে অভ্যস্ত ।

ও জানেনা যে ওর ঠাকুমা বা দিদিমা প্রতিভা বসুর ড্রাইভার গোপাল সেন আমার বাপের বাড়ির ও আমার বিয়ের পরে আমাদের বাড়ির গাড়ি চালাতো ।

এখনও আমার শ্বশুর বাড়ির এত্তো জমি আছে উত্তর বঙ্গে যে এক একটা জমি বিক্রি করে আমার বরের কাজিনেরা বিদেশে ঘুরে আসে ও সবাই প্রায় সারাটা দুনিয়া ঘুরে ফেলেছে । পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকা ও অসৎ পথে টাকা কামানো আমার পেশা নয় । আমি ভারতে থাকতেই সুইজারল্যান্ডে ঘুরতে যাই ও সেভেন স্টার রিসর্ট ক্লাব মহীন্দ্রার ফাউন্ডীং মেম্বারদের ভেতরে একজন আমরা যেখানে ভারতের টাটা বিড়লা নয় রয়েলস্ গণ থাকতে ও ঘুরতে আসে । আমরা আমেরিকা বেড়াতে গিয়েও শেরাটনে উঠি । মোটেল বা বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টে নয় ।

গালাগালি দেবার আগে রিসার্চ করে নিস্ মধ্যমেধার লেখিকা । এখানে এমন শহরে থাকি যেটা অস্ট্রেলিয়ার কস্টলি শহর । মেলবোর্ন নয় এটা । এটা আমাদের দেশের রাজধানী তাই বড় বড় রাজদূত ও মন্ত্রীসান্ত্রীরা থাকেন এখানে । অস্ট্রেলিয়ার প্রাইম মিনিস্টার থাকেন এখানে আর আমার বাড়ির কয়েক পা দুরে ওনার বাড়ি দা লজ । মেলবোর্নে আমার পাড়ায় থাকতেন তৎকালীন

প্রাইম মিনিস্টার জুলিয়া গিলার্ড , ফেডেরাল পুলিশের গাড়ি মানেই উনি বাড়িতে আছেন। আমি এখানে এসে ৬ মাসের ভেতরে মেলবোর্নে বাড়ি কিনি ও বড় । তুই কাকে ভিখারী বলিস্ ? থার্ড ওয়ার্ল্ড স্লাম ডগ একটা ?

বিক্জ ইওর দাদু ইজ লম্পট বুদ্ধদেব বসু ?

ভালো ও সৎ লেখকদের সুযোগ দে নাহলে মেরে তাড়াবো ওখান থেকে । তোর বাপের জায়গা ওটা ? তোর দাদুর থেকে আমি ভালো লিখি। একটা আঁতেল বিশেষ।

ধাষি অরবিন্দ সাবিত্রী লিখেছেন ওনার নাম নিস্ না কেন ? সৈয়দ মুস্তফা আলিকে দূরে রেখেছিস কেন ? উনি মুসলিম বলে ? তুই মুসলিম হেটার । কিন্তু আবুল বাশারের সাথে শুয়েছিস্ কিন্তু ওনার ডিক্ নিয়ে ছাড়ানো শসার সাথে কম্পেয়ার করে হাসাহাসি করিস্ চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। শয়তান ! তোদের মুখোশ খুলে দেওয়া উচিৎ।

মেরে তাড়াবে এবার ওখানে থেকে । অনেক শয়তানি করেছিস্ এবার ভাগ।

মাদকাসক্ত মহিলা একটি ও মেয়েদের ড্রাগে নিয়ে যায়।

রইলো বাকি সৌরভ গাঙ্গুলী। সেও আমাকে মারার চেষ্টা করে। জায়নবাদীর প্রোডাক্ট। ও আর ওর বৌ মিলে করে রেগুলার। আমি ওদের দুজনের ভক্ত ছিলাম। ওর বাপ্ চন্ডি গাঙ্গুলী এক লম্পট। নিজের বৌকে লুকিয়ে শালীর সাথে সেক্স করতে যেতো আমি জানি কারণ আমাদের বাড়িতে ওদের ডেরাইভারের বৌ আয়ার কাজ করতো। এখন সেই ড্রাইভার ওর বাবাকে নিয়ে যেতো।

আয়ার নাম সরস্বতী।

যোধপুর পার্কে আন্ডার এজ মেয়েদের নিয়ে ক্লাস ৮/৯ এই মক্কেল নিয়মিত রেপ করতো ওর বাবার ফ্ল্যাটে গিয়ে আমি স্কুলে পড়া থেকে জানি। মারুতি ৮০০ নিয়ে। পরে এক প্রেতাত্মা ধরে। তারপর অনেক ফুলের মধু খেয়ে নাগমা সুন্দরীর কবজায় গেলে সে ঝুলে পড়ে। কিন্তু ঐ প্রেত মেরে ফেলার হুমকি দেয় তখন ওর বাবা ওকে এক অঘোরীর কাছে নিয়ে যায় তারপর সব ঠিক

হয় । ওর বন্ধুরা বলে যে তুই ডোনাকে নিয়ে থাক তখন ও বলে যে –সি ইজ টু সিম্পেল ।

কারণ তখন সৌরভ বিখ্যাত । আমি এদের ইজ্জৎ দিই । দামোদর ও তুলসী দেবী বলে । এরা তাই ছিলোও--এখন ফলেন অ্যাঞ্জেল । পতিত হলেও দৈব সত্ত্বা কিছুটা থাকেই কিন্তু ডিমনরা এদের ট্র্যাপ করার আছিলায় থাকে এদের দৈব শক্তি নিয়ে নেবার জন্য ।

সৌরভ এক নষ্ট মানুষ । আন্ডার ওয়ার্ল্ড কানেকশান আছে । আমাকে গলা কেটে , গ্যাং রেপ করে মারা ম্যানিফেস্ট করে ও আমার স্বামীকে হাত পা ভেঙে ফেলে রাখার কথা ম্যানিফেস্ট করে । আমার দুই আঁখি অন্ধ করে দেবার ব্যাপারও ম্যানিফেস্ট করে । এবার এগুলি ব্যাকফায়ার করে যাবে ।

বিরাট কোহলিও অনেকটা এরকমই করে । তবে ওদের সবারই বক্তব্য হল যে যেসব তন্ত্রমন্ত্র ওরা করে সেসব নেগেটিভ শক্তি ওদের দিয়ে এগুলি করায় কারণ আমরা

হোয়াইট লাইট । তাই নিজেদের কর্তৃত্ব এই ধরাতে রাখার জন্যে সেইসব ডিমনেরা এদেরকে ধরে নেয় ও আমাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ন্যাক্কারজনক কাজ্কম্মো করাতে শুরু করে ।

সৌরভ বাড়ির ঝিকেও রেপ করতো নিয়মিত ও আমাকে ভিখারি করার চেষ্টা করা এই বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার এখন কলকাতা রেপ কেসকে সাপোর্ট করে বলছে যে এরকম এক আধটা রেপ তো হয়েই থাকে তাই না ? মেয়েরা তো ভারতে ও বাংলাতে আর সবজায়গাতেই সুরক্ষিত ।

চমৎকার দাদা । চালিয়ে যান । এটা কি ছক্কা ? নাকি কভার ড্রাইভ ?

সমাপ্ত